গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.ntrca.gov.bd

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অংশীজনের (Stakeholders) সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এন.টি.আর.সি.এ., ঢাকা।
সভার তারিখ	:	১৭ মে, ২০২৪
সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকায়
স্থান	:	সাব মেরিন ক্যাবল লেডিং স্টেশন কনফারেন্স কক্ষ।
উপস্থিতি	:	“পরিশিষ্ট-ক” সদয় দ্রষ্টব্য।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অংশীজনের (Stakeholders) সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম (অতিরিক্ত সচিব), চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ের সকল অংশীজনকে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সকল কাজে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। একই সাথে তিনি এনটিআরসিএ এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারগণের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মাঠ পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নির্ভুল শূন্যপদের চাহিদা প্রেরণের উপর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সভাপতি অবহিত করেন, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ এর বিধি ৩ক এ শূন্যপদের সংখ্যা নিরূপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত বিধি অনুযায়ী জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে প্রতিবছর তাঁর জেলাধীন সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদ ও বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা সংগ্রহ করতে হয়। তিনি জানান, যেসকল প্রতিষ্ঠান এনটিআরসিএ কর্তৃক নিবন্ধিত আছে সেসকল প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের তথ্য প্রেরণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে সদস্য শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণের ক্ষেত্রে যে জটিলতাসমূহ পরিলক্ষিত হয় তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন যা নিম্নরূপঃ

(ক) জনবল কাঠামো ও MPO নীতিমালা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ ই-রিকুইজিশন প্রদানকালে ভুল চাহিদা প্রদান করেন।

(খ) শিক্ষক অবসরে যাবার পূর্বেই পদটি শূন্য দেখিয়ে চাহিদা দেওয়ার কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

(গ) মহিলা কোটা পূরণ করার সময় পৌর এলাকা এবং পৌর এলাকার বাইরে নির্ধারিত কোটার শতকরা হার সম্পর্কে যথাযথ তথ্য না দিয়ে এবং মহিলা কোটা পূরণ না করে পুরুষ প্রার্থীর জন্য চাহিদা প্রেরণ করেন।

(ঘ) প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ **নন-এমপিও** পদকে **এমপিও** পদ হিসেবে উল্লেখ করে চাহিদা দেন।।

(ঙ) কতিপয় প্রতিষ্ঠান প্রধান ই-রিকুইজিশন ফরম পূরণ করেন কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফি জমা প্রদান করেন না।

(চ) এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী পদের প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ভুল চাহিদা দিয়ে থাকেন।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সচিব, এনটিআরসিএ বলেন যে, এনটিআরসিএ শূন্যপদের তালিকা দুইভাবে সংগ্রহ করে। প্রথমত- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য, দ্বিতীয়ত- নিয়োগ সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে-যা 'ই-রিকুইজিশন' (e-requisition) নামে পরিচিত। সচিব, এনটিআরসিএ আরো বলেন, শিক্ষক নিবন্ধন প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় পাশ নম্বর শতকরা ৪০। বিধিমালা অনুযায়ী এনটিআরসিএ বিষয় ও পদভিত্তিক শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংখ্যা নির্ধারণ করে। কোন প্রার্থী লিখিত এবং মৌখিক উভয় ক্ষেত্রে পৃথকভাবে অন্যূন শতকরা ৪০ (চল্লিশ) নম্বর না পেলে তিনি কোন মেধাতালিকায় অনুর্ভূক্তির যোগ্য হবেন না।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, নিবন্ধন পরীক্ষা ও নিয়োগ সুপারিশ শতভাগ ত্রুটিমুক্ত ও স্বচ্ছকরণের পূর্বশর্ত হচ্ছে মাঠপর্যায় থেকে প্রেরিত শূন্যপদের তালিকা শতভাগ ত্রুটিমুক্ত ও স্বচ্ছ হওয়া। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১. ই-রিকুইজিশন সংক্রান্ত আলোচনা	সচিব, এনটিআরসিএ সভাকে অবহিত করেন যে, এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে পদ ও বিষয়ভিত্তিক ছক অনুযায়ী শূন্যপদের চাহিদা প্রেরণ করতে হবে। এমপিও ও নন-এমপিও পদের বিন্যাসে স্পষ্টতা ও সঠিকতার বিষয়টি জেলা শিক্ষা অফিসারগণ নিশ্চিত করবেন। মহিলা কোটা পদসমূহ ভাল করে যাচাই করতে হবে। সাধারণ কোটা ও মহিলা কোটার বিষয়টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সত্যায়ন কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসার অধিকতর সচেতন ও নিষ্ঠাবান হবেন। শিক্ষক চাহিদা প্রদানকালে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তাঁদের নিজস্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে শিক্ষক চাহিদা দিবেন। প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।	(২.১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে জারিকৃত সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুসারে শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২.২) প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ শিক্ষক নিয়োগের জন্য শূন্য পদের চাহিদা প্রদানের সময় নবসৃষ্ট পদ, মহিলা কোটা, এমপিও, ননএমপিও পদগুলো বরংবার যাচাই বাছাই করে শূন্য পদের তালিকা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। উপজেলা মধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ যাচাই করে জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট জমা দিবেন এবং জেলা শিক্ষা অফিসার যাচাই- বাছাই করে, এনটিআরসিএ'র নিকট প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং এনটিআরসিএ।

২. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয় ভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা প্রেরণ সম্পর্কিত আলোচনা	সচিব, এনটিআরসিএ অবহিত করেন যে, নির্ভূল ও স্বচ্ছ বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তার প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদের তালিকা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এনটিআরসিএ তে প্রেরণ করেছে প্রাপ্ত তালিকা যাচাই বাছাই করে নিয়োগ সুপারিশ করা হবে।	প্রাপ্ত তালিকা যাচাই বাছাই করে নিয়োগ সুপারিশ শীঘ্রই করা হবে।	প্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং এনটিআরসিএ।
৩. বিবিধ।	সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয় সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপ: (১) বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের নাম (স্কুল/কলেজ/মাদরাসা/কারিগরি) আলাদা কলামে নাকি একসাথে প্রেরণ করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানান। (২) এনটিআরসিএ'র বিধিসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে সচিব, এনটিআরসিএ জানান যে, বিধিসমূহ এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। (৩) শূন্য পদের তালিকা চাওয়ার সময় পদগুলো ইউনিক ফরম্যাটে তৈরি করার কথা বলেন। (৪) শূন্য পদের চাহিদা দেয়ার সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ চাহিদা গুলো যাচাই করার পর প্রত্যয়ন দিলে ভুলের মাত্রা অনেক কমে যায়। (৫) এনটিআরসিএ কর্তৃক যেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষককের সনদ জাল প্রমাণিত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে চাহিদা দেয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে নির্দেশনা চান।	(১) শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রথমত, শূন্য পদের নাম ও সংখ্যা প্রেরণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কারিগরি এবং স্কুল/মাদরাসার জন্য আলাদাভাবে বিষয়ভিত্তিক চাহিদা প্রেরণ করতে হবে। (২) শূন্য পদের তালিকা এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত ছক প্রেরণ করতে হবে। (৩) শূন্য পদের চাহিদা দেয়ার সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ চাহিদা গুলো যাচাই করে প্রত্যয়ন দিবেন। (৪) জাল সনদের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির পদ যথাযথ প্রক্রিয়ায় শূন্য হলে এবং উক্ত পদসমূহের বিষয়ে আদালতের কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলে শূন্য পদ হিসেবে চাহিদা প্রদান করা যাবে।	জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) এবং সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এনটিআরসিএ।

০৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০/০৫/২৪

(মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম)
চেয়ারম্যান
এন.টি.আর.সি.এ., ঢাকা।
ফোন : ৪১০৩০০৪৩
ই-মেইল: chairman@ntrca.gov.bd

নং: ৩৭.০৫.০০০০.০০৯.৩৮.০০১.২০.৬২৭(ক)

তারিখ : ০৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২০ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ/পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন/শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ, ঢাকা।
২. পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন/শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. উপপরিচালক (সকাল), এনটিআরসিএ, ঢাকা।
৫. পি.এ টু চেয়ারম্যন, এনটিআরসিএ, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

দীনা পারভীন
২০/০৫/২০২৪

(দীনা পারভীন)
উপপরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)
ও
ফোকাল পয়েন্ট (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি)